ভোরের সানাই

আজিজুল হাকিম

১৩৩৯

[দাম এক টাকা

প্রকাশক—আবদুল আজিজ খাঁ
ঢাকা লাইব্রেরী, ঢাকা

প্রথম সংস্করণ

প্রিণ্টার—এম্, আলী
মাঞ্জার প্রেস, বংশাল রোড, ঢাকা

মুখবন্ধ

আমার কাব্য-সাধনার দিনগুলো আঙুলে গোণা যায়। এতো শীগ্‌গির কবিতার বই বের করার দুঃসাহস কোনো দিন ছিল না। বন্ধু-সঙ্ঘের আবদার এড়াতে না পারাতেই এ কর্‌তে হয়েছে।

এ গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা ইতিপূর্ব্বে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় বেরুয়ে গিয়েছে।

এর প্রকাশ-ব্যাপারে আমার জীবন-পথের শ্রেয়তম উপদেষ্টা অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ এম্‌-এ, পিতৃসম আশীর্ব্বাদক অধ্যাপক কবি শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার বি-এ, আশৈশবের স্নেহ ও উৎসাহদাতা অধ্যাপক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ এম্‌-এ, বি-এল, ডি-লিট্‌, শুভার্থী অধ্যাপক কবি শ্রীযুক্ত পরিমল কুমার ঘোষ এম্‌-এ, শ্রদ্ধেয়-গুরু খান বাহাদুর আবদুর রহমান খাঁ এম্‌-এ, বি-টি ও কবিবন্ধু শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য এম্‌-এ প্রুফ সংশোধনক্রমে আমায় নানাপ্রকার সাহায্য করেছেন।

এর 'খেয়ালী' ও 'মরমী' স্তর বিন্যাস ক'রে দিয়েছেন অধ্যাপক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ এম্‌-এ, বি-এল্‌, ডি-লিট।

তাঁদের এই স্নেহ-ভালবাসার জন্য আমার অসীম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ইতি—

হাস্‌নাবাদ, ঢাকা
চৈত্র-পূর্ণিমা, ১৩৩৯

আজিজুল হাকিম

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ নাগ এম্-এ, বি-সি-এস্

করকমলেষু

আপন মনে পথ চলেছি ঘোর বেহুঁশ ছন্নছাড়া
চৌদিক হ'তে আস্‌ছে শিরে নিন্দা এবং গ্লানির ধারা,
অনাদরের আঘাত-ক্ষত
বক্ষ-তলে লক্ষ শত—
অবিশ্বাসের তীক্ষ্ণ-বাণে জর্জ্জরিত জীবন মন,
হাস্যমুখে চল্‌ছি তবু অশ্রু রাখি' সঙ্গোপন।

মোর হাসি-বন-অন্তরালে-অশ্রু-নদীর ওই কূলে
কল্‌সী-কাঁখে বেদন-বালা দাঁড়িয়ে যে গো পথ ভুলে—
প্রথম দেখায় তুমি-ই তারে
চিন্‌লে শুধু এ সংসারে,
তাইত তোমার সান্ত্বনা-ধার দিবস-নিশি পড়্‌ছে ঝরে'—
ঝড়ের রাতের বন্ধু আমার, গৃহ-ছাড়ার মাথার 'পরে।

তার দরদী বিশ্বে আছে জান্‌ত কী তা সর্ব্বহারা
তোমায় দেখার আগে বন্ধু, তুমি যে প্রেম-ফল্গু-ধারা।
বন্ধু ওগো দেব্‌তা আমার,
মোর জীবনের সব হাহাকার
বক্ষ-পাতি লইছ তুমি—তোমার ত্যাগের বন্দনা গাই,
অর্ঘ্য লহ আজকে তোমার পথিক-কবির 'ভোরের সানাই'।

চিরকৃতজ্ঞ
আজিজুল হাকিম

আশীর্ব্বাণী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ—

…তুমি আমার কাছ থেকে একটি সুলিখিত বড়ো গোছের ভূমিকা প্রত্যাশা করো। সেটা সম্প্রতি আমার পক্ষে অসাধ্য বলেই অসম্ভব হোলো। সময় নেই—নানা কাজে ও চিন্তায় মন বিক্ষিপ্ত।…তোমার কবিতা আমার ভালো লেগেচে।…

কায়কোবাদ ঃ—

বাংলার তরুণ কবি আজিজুল হাকিমের 'ভোরের সানাই'য়ের কবিতা-সঙ্গীতের ঝঙ্কার আমি শুনিয়াছি, সেগুলি আমার নিকট খুব মিষ্টি বোধ হইল। এ ঝঙ্কারে নূতনত্ব আছে, ইহা ধার করা নহে—অনুবাদও নহে। ইহার সমস্ত ঝঙ্কার তরুণ কবির নিজস্ব। এ ঝঙ্কার ভাবুক ও প্রেমিক হৃদয়ের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিয়া উহার নিভৃত কক্ষে কক্ষে—কুসুমিত কুঞ্জেকুঞ্জে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। হায় এমন একদিন ছিল—যে দিন প্রভাত-বায়ুর কোমল স্পর্শে 'তাজ মহলের' চারি কোণের চারিটী স্তম্ভের উপরে এমনই ভাবে 'ভোরের সানাই' বাজিয়া উঠিত,—আগ্রার সমস্ত লোক উহা শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিত। সে সানাই তখন কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভৈরবী ও ললিত রাগিণীর ঝঙ্কার তুলিয়া হতভাগ্য প্রেমিক সাজাহানের কোমল হৃদয়ের ভগ্ন কক্ষে কক্ষে—শুষ্কপ্রায় হৃদয়-কুঞ্জের শ্রীহীন বীথিকায় বীথিকায় প্রেমময়ী ও প্রাণময়ী পত্নী মোমতাজের অতীত স্মৃতি জাগাইয়া তুলিত!—সেই অতীত প্রেমের করুণ স্মৃতি তাঁহাকে কাঁদাইয়া কাঁদাইয়া পাগল করিয়া তুলিত। সে দিন এখন নাই—সে সাজাহানও এখন নাই—সে রাগিণীও এখন আর বাজিয়া উঠে না। এখন জংলাট লইয়াই সকলে বিভোর। এখন কবিতার যুগ নেই—হেঁয়ালীর যুগ। আধুনিক কবিদেরও এখন সরল-তরল-প্রাঞ্জল ও শ্রুতিমধুর কবিতা-সঙ্গীতের প্রতি রুচি নেই। তাঁহাদের কণ্ঠের বীণা এখন প্রায়ই বেসুরা বাজিয়া উঠে; কেননা তাঁহারা এখন হেঁয়ালীর মোহেই বিভোর। এই ঘোর দুর্দ্দিনে বাংলার তরুণ কবি আজিজুল হাকিমের

'ভোরের সানাই'য়ে এই ভৈরবী ও ললিত রাগিণী শুনিয়া আমি চমকিয়া উঠিয়াছি!—উহার করুণ ও মধুর ঝঙ্কারে আমি মুগ্ধও হইয়াছি। আশীর্ব্বাদ করি এই তরুণ কবির 'ভোরের সানাই'য়ে যেন সর্ব্বদাই এই ভৈরবী ও ললিত রাগিণীই বাজিয়া উঠে। সন্ধ্যার পুরবী যেন ইহাতে না বাজে। কেননা এ ত 'সন্ধ্যার সানাই' নয়—এ যে 'ভোরের সানাই'।

পরিমল কুমার ঘোষ :—

"ভোরের সানাই"র কবিতাগুলি পড়িয়া আনন্দ লাভ করিলাম। যে প্রতিভার উন্মেষ এই প্রথম সঞ্চয়নে সূচিত হইয়াছে, তাহা অদূর ভবিষ্যতে বাংলার কাব্য-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিবে। ... বাংলার রবিকরোদ্ভাসিত নব-সাহিত্যক্ষেত্রে এই নবীন মুস্‌লিম কবিকে সাদরে অভিনন্দিত করিতেছি। তাহার সাধনা সার্থক হোক্, তাহার প্রতিভা জয়যুক্ত হোক্। ...

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় :—

... সকল কবিতা ভাল করিয়া পড়িবার সময় পাইলাম না। সামান্য যাহা দেখিলাম, তাহাতে বাস্তবিকই আমি মুগ্ধ হইয়াছি। ইতি। ১০ই মাঘ, ১৩৩৯।

নজরুল ইসলাম :—

... তোমার কবিতা মাঝে মাঝে দেখেছি। দু'একটা খুবই ভালো লেগেছে। ছন্দ ও ভাষা দুই ঘোড়াকে তুমি বেশ আয়ত্ত করেছ। ভাবের নীহারিকা-লোক তোমার উজ্জ্বল গ্রহ হয়ে দেখা দিয়েছে।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায় :—

... কতকগুলি কবিতা যুবক-হৃদয়ের ব্যর্থ-প্রণয়ের বেদনোচ্ছ্বাস হ'লেও কবিতাগুলির মধ্যে বৈচিত্র আছে। গ্রামের ছবি, প্রকৃতির প্রতিকৃতি সর্ব্বত্র বেশ ফুটেছে।... বইয়ের শেষের দিকে হজরত মহম্মদের প্রশস্তি, রমজান, ঈদ প্রভৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি কবিতা উৎকৃষ্ট হয়েছে। কবির ভাষার উপর দখল জন্মেছে, ভাবের মধ্যে নিগূঢ়তার আভাস পাওয়া যায়, প্রকাশ-ভঙ্গীও বেশ কবিত্বময়।...

সূচী

খেয়ালী

ভোরের সানাই

অচেনা

নিশীথ রাতে আলোক-পথে
কোন্ হুরী যায় হাওয়ায় ভেসে।
দীপ্ত চোখে মেঘের ফাঁকে
কোন্ পরী চায় মধুর হেসে॥
সকাল সাঁঝে নূপুর বাজে
কোন্ রূপসীর চটুল পায়ে।
কোন্ মোহিনীর রক্ত-কপোল
দীপ্তি জাগায় ঊষার গায়ে॥
কোন্ সুরী হায় বায়ুর সনে
গান গেয়ে যায় মোহন সুরে
কোন্ কিশোরীর গোপন ব্যথা
ব্যক্ত কুসুম-কানন জুড়ে॥
দুগ্ধ-ধবল ছায়াপথের
বিমল বুকে চরণ ফেলে,
শারদ চাঁদের পাশ কাটিয়ে
স্বর্ণ-বরণ আঁচল মেলে,

কোন্ নূরী যায় মৃদুল বায়ে
কাশের বনে লহর তুলে
রাঙিয়ে দিয়ে শিউলি-মূলে
জাগিয়ে চুমায় সুপ্ত ফুলে ॥
পল্লী-মায়ের শান্ত বুকে
সবুজ আঁচল এলিয়ে দিয়ে,
যায় ধীরে কোন্ সবজা-পরী
সাঁঝ-সমীরে দোলন খেয়ে ॥
কোন্ মায়াবীর চোখের জলে
মুক্তা ফলে দুর্ব্বাদলে।
কোন্ ঊষসীর হাসির পরাগ
শরৎ-সাঁঝের লাল কপোলে
আলো-ছায়ায় লুকো-চুরি
নিত্য খেলে চাঁদের সনে—
দোলায় কলি নাচায় অলি
ফুলের বুকে আপন মনে ॥
দেয় না ধরা অন্তরালে
নিত্য থাকে কোন্ সে রাণী।
বিশ্ব-বীণার তারে বাজে
নিতুই সে কার মৌন বাণী ॥

যৌবন-বাসরে

আজি আমি মতিচ্ছন্ন পথ-ভ্রান্ত
ধরণী-বাসরে—
তুমি মোরে গিয়েছ পাসরে ॥

অশ্রুভরা চোখে শুধু চেয়ে থাকি অসীমের পানে,
সায়াহ্নের শত ছবি রেঙে ওঠে জীবনের গানে।
আর কি তোমার স্পর্শে তনু মন উঠিবে নাচিয়া ?
মরেছে আশার তরু নব-পল্লবিত আশা নিয়া।
শুধু হাসি দিয়া
চাই ব্যথা লুকাবারে—ঝর ঝর ঝরে
আঁখি তবু বিজন বাসরে ॥

কৈশোর-মিলন মাঝে কি যে ছিল
তৃপ্তিহীন আশা
যবে তাহা পেতেছিল ভাষা—
তখনি বিদায় নিলে চিরতরে হায় সর্ব্বনাশী,
বিরাট বিশ্বের ব্যথা হৃদে মম প্রবেশিল আসি'।
সেই হ'তে ছন্নছাড়া শূন্য মনে ফিরি বনে বনে
চিরন্তন বিরহের মৌন গান গাহি মনে মনে
তোমার কারণে ॥

তুমি আছ মহাসুখে তোমার আসরে
স্বপ্নময় যৌবন-বাসরে।

সুদূরিকা

ওগো আমার পরাণ-বধূ ওগো মানস-রাণি
এমনি করে আমার বুকে যেয়ো বেদন হানি ॥
এমনি করে ভোরের বেলা
ছড়িয়ে দিয়ো সাঁঝের মেলা
আঁচল-তলে ঢাকি' তোমার নিটোল ও' মুখখানি।
সুদূর হ'তে এমনি ক'রে দিয়ো গো হাতছানি ॥

শূন্য মনে ঘুরতে গিয়ে কবে তোমায় দেখি
কেমন ক'রে ভুল হবে সেই প্রথম চোখোচোখি
আজকে আমার পড়ছে মনে
আমাদের সে মিলন-খনে
সাঁঝের চিতা জ্বলেছিল সূর্য্য বুকে রাখি'
পল্লী-নদী বহেছিল কারে ডাকি' ডাকি' ॥

কিশোর-চিতে তখন যেন কিসের নেশা এল—
চুমতে তোমা আকুল হয়ে অধর মম গেল ॥
করুণ চোখে চাইলে তুমি,
কাঁপ্‌ল মম হৃদয়-ভূমি—
আস্‌নু ছুটে তোমায় ছেড়ে লাজের বশে বধূ।
সে হতে মোর সারা অঙ্গে বিষের জ্বালা শুধু ॥

ভোরের সানাই

এমনি ক'রে দূরে দূরেই থেকো তুমি বালা—
অপরাধের শাস্তি মম বিরহের এ' জ্বালা ॥
তোমার দেওয়া আঘাত ল'য়ে
জীবন আমার যাক না ব'য়ে।
ওগো আমার পথিক-সখী ওগো আমার প্রিয়—
আড়াল থেকে দৃষ্টি হেনে এমনি বেদন দিয়ো ॥

বিদায়-গান

বিদায় সখি বিদায় আজি
চির-বিদায় তোমার আমার
মিলন মোদের হায় নিঠুরা
এই জনমে হ'বে না আর।

উদাস পথিক পথ চলিতে
আসবে না আর এই গলিতে,
চাইবে না গো তোমার পানে
চক্ষে ল'য়ে অঝোর আসার ॥

জানে না কেউ এ মোর বুকে
বাজ্‌ছে বেদন কাহার শোকে।
তুমিই শুধু জান জান
গোপন বাণী এই সে ব্যথার ॥

পথিক বন্ধু

পথিক বন্ধু পথিক বন্ধু আর কেন হান নয়ন-বাণ।
তোমার রূপের সায়রে ডুবায়ে দিয়াছি আমার জীবন মান॥
দিয়াছি আমার সকল ভাবনা
দিয়াছি আমার সকল কামনা
বাকি কি রয়েছে করিতে দান—
পথিক বন্ধু পথিক বন্ধু আর কেন হান নয়ন-বাণ॥

উদাস পথিক চলেছিনু আমি আপনার মনে গাহিয়া গান।
কি ক'রে জানি না তোমারে নেহারি' কুণ্ঠিত হ'লো মোর সে তান
দূরে ফেলি দিয়া হাতের বাঁশরী
পথ রথ আর আপনা পাসরি
তোমারে সঁপিনু হৃদয়খান।
উদাস পথিক চলেছিনু আমি আপনার মনে গাহিয়া গান॥

উজাড় করিয়া দিয়াছি আমার সকল গর্ব্ব সকল ধন।
পাষাণ দেবতা তবু যে গো হায় টলিল না তব হৃদয় মন॥
তবু যে গো তুমি চাও আরো কিছু
ছুটেছি যে কোন্ আলেয়ার পিছু
বলিবে আমায় কোন সে জন।
উজাড় করিয়া দিয়াছি আমার সকল গর্ব্ব সকল ধন॥

তোমার চাহনি তোমার ও-হাসি কি যাদু করেছে আমারে আজ
বুঝিতে পারি না ক্ষণেকের তরে—ডুবিয়া দেখেছি হৃদয়-মাঝ।
জানি শুধু তব ওই রূপরাশি
আপনা পাসরি আমি ভালবাসি—
ওগো নিঠুর হৃদয়-রাজ।
তোমার চাহনি তোমার ও-হাসি কি যাদু করেছে আমারে আজ॥

আমারে কাঁদায়ে কেন হাস তুমি, কি সুখ ইহাতে রয়েছে হায়।
চির ব্যথাতুরে ব্যথা দিতে বল কেন তব হিয়া সতত চায়॥
আর কাঁদায়ো না, এস এই বুকে
অধর-পেয়ালা চুমি মন-সুখে—
আয়ু-বিহঙ্গ উড়ি' যে যায়।
আমারে কাঁদায়ে কেন হাস তুমি, কি সুখ ইহাতে রয়েছে হায়॥

ক্ষণিকা

জলদের কোলে বিজলীর মত
চকিতে চাহিয়া চমকি'
আঁধার পরাণে ঢেলেছ কিরণ
পথ-মাঝে মোর থমকি'।
দৃষ্টি-হাসির বৃষ্টি ঢালিয়া
ঊষর হৃদয় সরস করিয়া
ধীরে ধীরে পুনঃ চ'লে গেলে তুমি,
চাহিলে না ফিরে ঠমকি'।
স্বপন-সুরের রাগিণীর মত
মিলে গেলে বাজি' গমকি' ॥

কত দিন গেছে আজো মনে পড়ে
সলাজ তব সে চাওয়া।
আজো আনে তব চিকুর-সুবাস
উদাস পূরবী হাওয়া ॥
নূপুরের ধ্বনি আজো বাজে কানে
চোখের মিনতি আজো ভাসে প্রাণে
ভুলোনাক সখি ভুলোনা মোদের
ক্ষণেকের বলা-কওয়া।
রাখিও স্মরণে গোধূলি-লগনে
নিমেষের চোখ-চাওয়া ॥

মায়াবিনী

ওগো মায়াবিনি—
এ অনন্ত ধরাতলে আমি একা শুধু
সবচেয়ে বেশী ক'রে চিনি তোমা চিনি ॥
মোর চেয়ে বেশী ক'রে ওই মুখ ওই সে নয়ন
কোন দিন কেহ সখি করেনি' লোকন।
মোর চোখে তুমি প্রিয়া কত যে সুন্দর
অন্যে কি বুঝিবে তাহা—এ যে গো স্বপন ॥

তোমা হেরি' অন্তরের উন্মুক্ত প্রান্তরে
এ জীবন ভ'রে
কত আশা-বীজ আমি করেছি বপন।
কী হয়েছে ফল তার? কিছু হয় নাই—
দূর দিক-চক্রবালে নয়ন ফিরাই
তাই গো আজিকে, কান্তা, নিরঞ্জন হেমন্ত-সন্ধ্যায়
উতলা পবন মোরে ডাক দিয়ে যায়।

কেন এলে তুমি মোর জীবনের পথে—
তব স্বর্ণ-রথে।
আজিকে জিজ্ঞাসি তোমা বল তা পাষাণী।
অন্য সবে ভুলি, কেন তোমারে ভুলি নি' ॥

ভোরের সানাই

ভুলিয়াছি জীবনের পুষ্পল ফাগুন,
সকল উৎসব-স্মৃতি আত্মপরিজন আর সাকী ও শরাব—
ব্যর্থ হয়ে গেছে ফিরে দেবতার তূণ।
তোমারে ভুলিনি শুধু ওগো সুদূরিকা,
আজো জ্বলে প্রতি অঙ্গে তব স্পর্শ-শিখা।
সকাল সন্ধ্যার বায়ে আজো কাঁপি' মরে
ওই মুখ ওই বুক ও অধর পরশন তরে
চুম্বন-পিয়াসী ওষ্ঠ মোর।
নিশি জাগি তোমার চাহনি আঁকি
তারায় তারায়,
বাহুর স্বপন মম শিথানে হারায়
তোমারে জড়াতে গিয়া—
ওগো নিঠুরিয়া।
বাসনা-চঞ্চল বক্ষ উঠে তরাসিয়া॥
বেদনা-তুষার সম
ঝরে আঁখিজল
আজো অবিরল।

কী রহস্যে ঢাকা তব ও'জীবন-মন—
কী তব মোহিনী মায়া, ব্যর্থ যাহে মোর
জীবন যৌবন॥
চৈত্র-পূর্ণিমার রাতে আলোক-ছায়ায়
কবে দেখা দুজনার বকুল-তলায়।
তার পর দুইজনে কত নিশি দিন
মনের হরষে
কাটা'য়ে দিয়েছি মোরা কিশোর বয়সে।
সেই স্মৃতি-কথা, সখি, সেই সুখ-ভরা দিন-ক্ষণ
কি ক'রে ভুলিব হায়—
ভুলিতে জানে না পোড়া মন॥

মনে কি পড়ে না আজি শ্রাবণের শুক্লা দশমীতে
নীরব নিশীথে,
নির্জ্জন সরসী-তীরে ঘন কুঞ্জ-বনের আড়ালে
একান্তে বসিয়া মুখোমুখি—মোরা দুই জনে
কি কথা কহিয়াছিনু
আত্মহারা উদাসীন মনে।
সেই দিন মোর তরে সঁপেছিলে
ও তনু-তনিমা
ওই মুখ ওই চোখ ওই তব কপোল-শোণিমা॥

প্রথম চুম্বন লভি' সেই দিন তুমি
সহাস্য বদনে
হাতের অঙুরী খুলি তব
দিয়েছিলে মোরে সঙ্গোপনে।
কি ক'রে ভুলেছ আহা—সেই সে রজনী॥
ওগো মায়াবিনি!
মোর বুক শূন্য ক'রে কার বুকখানি
জড়ায়ে রয়েছ আজি
বল, কুহকিনি!

তোমারে আপন করি' হে রহস্যময়ী,
হব সর্ব্বজয়ী,
এই ভেবে সেই দিন সঁপেছিনু তোমা
মোর প্রাণ মন
তরুণ যৌবন,
ক্ষণতরে ভাবি নাই পরিণাম তার।
এমনি কুহেলি ঢাকা ভাগ্য অভাগার॥

তুমি হবে গৃহ-লক্ষ্মী অঙ্ক-লক্ষ্মী মোর
হৃদয়ের রাণী—
কি আশা করিয়াছিনু ছন্ন-ছাড়া
হায় বিজয়িনি!
জীবনের সব সাধ সব আশা মোর
চিরতরে ডুবে গেছে অতলের তলে
আজি তুমি গেছ চ'লে
আপন কনক-রথে হাসিমুখে
অবহেলে
মোরে ফেলে ॥

এ বেদনা বক্ষে ল'য়ে—হায় কত কাল
মরুচারী ফিরিব গো বুনে ব্যথা-জাল!
হে নিঠুরা প্রাণময়ী মোর,
শোকাচ্ছন্ন মোরে ছাড়ি' আছ যদি, থাক সুখে ভোর!
তুমি মোরে ভুলিয়াছ, সত্য হোক তাই—
আমার যে ভুলিবার পথ নাই নাই।
সর্ব্বহারা শূন্য মনে
তাই রহি' রহি'
কাঁদি গো বিরহী ॥

বিদায়-বেলায়

নাই বা হ'ল আমার সাথে আজকে তোমার মনের মিল—
সব হারানো পথের শেষে হয়ত তোমার খুল্‌বে দিল্‌॥
তখন তুমি খুঁজ্‌বে মোরে
ডাক্‌বে সখি করুণ সুরে—
আমার তরে কাঁদ্‌বে ব'সে বিজন অকূল অন্ধকারে।
জ্বল্‌বে হৃদয় সে দিন তোমার সর্ব্বনাশের হাহাকারে॥

বস্‌বে যখন একলাটি সে ফুল-ফোটানো ভোরের বেলা
ওই সে বকুল-গাছের তলে আজ যারে দাও অবহেলা—
পড়্‌বে মনে তারই কথা
জাগ্‌বে তখন অতীত-ব্যথা
তোমার হৃদয়-বীণায় সে'দিন বাজ্‌বে বালা ভর-পূরবী—
ভোরের ফুলে মিল্‌বে না আর হারিয়ে-যাওয়া সেই সুরভি॥

সাঁঝের রবি নাম্‌লে পাটে কলসী-কাঁখে যাইতে ঘাটে।
কালো নদী আলোয় ভরা দেখ্‌বে যখন স্মৃতির হাটে—
বস্‌বে মেলা ঘোর বেদনার—
বুঝ্‌বে তখন এই অভাগার
বেরিয়ে পড়ার কারণ সখি নিশীথ রাতে পথের মাঝে—
কাঁদ্‌বে সেদিন জানিই জানি গুমরিয়া শতেক লাজে॥

ভোরের সানাই

জ্যোছনা রাতে একলা তুমি উঠ্‌বে যখন দ্বিতল ছাদে
কাঁদ্‌বে ও-মন কাঁদ্‌বে তোমার মিছেই তখন মিলন-সাধে।
আকাশ পানে নয়ন রাখি'
'কোথায় তুমি'—উঠবে ডাকি'
শোকের তুমুল ঝড় বহিবে তোমার সকল হৃদয়' পরে
গ্রহ-তারা উঠ্‌বে কাঁদি' সেদিন রাণী সেই সে ঝড়ে॥

নিশীত-রাতে একলা যবে শুইবে গিয়ে ফুল-বিছানায়,—
শিয়রটিতে জ্বল্‌বে বাতি—বল্‌বে তখন অস্ফুট-গলায়
'আজকে যে-জন থাক্‌লে পাশে
আস্‌ত আমার চুমুর আশে
আমারি এই বুকের পাশে—সে জানি হায় জাগ্‌ছে কোথায়!'
বাতায়নে হান্‌বে আঘাত মিছেই তখন উতলা বায়॥

বধূর চিঠি

বধূর হাতের মধুর চিঠি আজকে ভোরে গেছে পাওয়া,
দখিনের ওই দুয়ার দিয়ে এল কি রে ফাগুন-হাওয়া?
লিখ্‌ছে সে—তার কোমল বুকে,
জাগ্‌ছে বেদন আমার শোকে;
বাপের বাড়ীর সোহাগ-সেবা আজ নাকি তার অশ্রু-ছাওয়া॥

একলা নাকি সেদিন সাঁঝে বসেছিল ছাদের উপর,
গালটিতে তার হাতটি রাখি' দূরের পানে করি নজর।
জাগ্‌ছিল সাধ হৃদয়' পরে
আমার একটি চুমুর তরে,
পায়নি সে তার সাধের কণা—জাগছিল তাই রাত্রি দুপর॥

বাল্য-সখীর দলে গো আজ পায় না সে যে সুখের চিহ্ন—
এই কথাও লিখেছে সে কর্‌তে আমার পরাণ ক্ষিন্ন।
বিয়ের আগে জান্‌ত কি সে-ই
সখীর দলেও সান্ত্বনা নেই
মধুর তাহার অধীর এ'খেদ বাঁচ্‌বে না সে আমায় ভিন্ন॥

হায় গো অবুঝ মানস-রাণি অমনি ক'রে লিখ্‌লে কি আর
এই বিদেশে চাকরী করা সহজ হ'বে এই অভাগার!
একে আমার উদাস হিয়া,
তা'তে আবার পত্র দিয়া
পাগল যদি কর্‌তে-ই চাও কর পাগল প্রিয়া আমার—
কেরাণী-গিরি ঘোচে ঘুচুক কাড়্‌বে না কেউ সোহাগ তোমার

সর্ব্বনাশী

কহ সখী, কহ কান্তা, ব্রহ্মাণ্ডের লাঞ্ছনা-মুকুট
কেন দিলে মস্তকে আমার !
বল মোরে কবে তব করিয়াছি কোন অপরাধ ?
কোন্ দিন পূরি নাই তোমার আদেশ কিংবা সাধ
তুমি যাহা চাহিয়াছ জীবনের শ্রেষ্ঠ শক্তি দিয়া
সে তাহা আনিয়া দেছে অন্তহীন বেদনা সহিয়া
সম্মুখে তোমার !
পূর্ব্ব কথা স্মরি' দেখ—স্মৃতির দুয়ার
খোল একবার !...

বসন্ত-কৈশোর-অন্তে দেখা দিলে মালঞ্চে আমার,
ফুটেছিল কুসুম-সম্ভার।
মধুগন্ধ পেলবতা সুষমা সে অম্লান নবীন
শাশ্বত-যৌবন-লীলা অপূর্ব্ব সে সত্য চিরদিন !
ইন্দ্রিয়ের তারে তারে উঠেছিল অতীন্দ্রিয় তান,
অজানারে জানিবারে ছিনু হয়ে ভাবে মুহ্যমান,
ভুলিয়া স্বজ্ঞান।
মহানন্দে কেটে যেত কল্পভরা দিন
অপূর্ব্ব অচিন।

একদা বসন্ত-নিশি জ্যোছনায় ছিল নিমগন
সঙ্গে লয়ে দখিনা পবন—
যবে আমি বসি' একা পুষ্পিত সে মোর কুঞ্জ-বনে
বাঁশরী বাজাতেছিনু আত্মহারা উদাসীন মনে,
তখন মোহিনীবেশে তুমি এসে দেখা দিলে তারে ;
হয়ত বা ডুবেছিলে তুমি তার সুর-উৎস-ধারে।
তাই অচেনারে,
পুঞ্জীভূত প্রীতি ল'য়ে প্রথম দেখায়
বরিলে হিয়ায়।

যে মোহিনী মূর্ত্তি মোর এতকাল ছিল লুকাইয়া
একান্তে হিয়াটি জড়াইয়া,
সহস্র বিনিদ্র রাতি অলস দিবস যারে মাগি'
অনন্তে ভাসায়ে দিছি যৌবনেতে সাজিয়া বিবাগী,—
সেই তুমি দেখা দিলে—এত দিনে ? অধীর উল্লাসে
চিত্তের নর্ত্তন-ঘূর্ণী সুরু হল দক্ষিণা বাতাসে,—
রসের আবেশে ;
বক্ষে জড়াইনু তোমা—চুম্বিনু অধর
ভুলি' পূর্ব্বাপর।

তার পর দু'জনেই আত্মহারা দু'জনার তরে
কাল-সিন্ধু তরঙ্গের 'পরে।
মোহমত্ত দু'জনার দৌরাত্ম্যের নিশ্চেষ্ট উত্তমে
শক্তির অমৃতখনি ছিল গুপ্ত যা' আত্মসংযমে,
নষ্ট হল ক্রমে তাহা; দু'জনারে পাইল শয়তান
আমি হাসি হেরি' তব হুরষণ-বিস্ফুরিত নয়নের বাণ,-
কাম-মুহ্যমান।...
স্বাস্থ্যহারা পঙ্গু মোরে করি সর্ব্ব-পর
হ'ল মনান্তর।

একদা সাহানা বাজে শুনিলাম তোমাদের বাড়ী—
সর্ব্বহারা তরুণ ভিখারী।
বধূ-বেশে দীপ্তমুখে চ'লে গেলে নব-পরিণীতা!
কে ক'বে অসতী তুমি? সবে বলে দময়ন্তী সীতা।
ধরণীর পান্থাবাসে আজি আমি রিক্ত-শ্রেষ্ঠ, যদিও পুরুষ!
কাহারে জানাব ব্যথা, সে যাতনা—অন্তরে অঙ্কুশ,
তাই ত বেহুঁস।
কার গলে দিলে মালা কার সব গ্রাসি
ওলো সর্ব্বনাশী!

প্রত্যাবর্ত্তন

দিগন্ত জোড়া গেঁয়ো মাঠ ’পরে আঁকা-বাঁকা পথখানি
দুই ধারে তার সোনার ফসল করিতেছে কানাকানি।
আকাশ হ’য়েছে নত,
মাঠ শেষে দূর কালো গাঁয়ে যেথা দৃষ্টি হ’য়েছে হত।
পাখীগুলি সব উড়িছে বসিছে অকারণে দলে দলে
রবি কেঁদে যায় ব্যথার চিতায় সুদূর অস্তাচলে।
হেমন্ত আজ শেষ,
তাই বুঝি হায় দিগন্ত মাঠ পরেছে উদাসী বেশ ॥
উদাস পথিক চলিয়াছি আমি তুষার-জড়িত পায়ে
আপনার মনে এই একা পথে ওই সে দূরের গাঁয়ে।
দীর্ঘ দিনের বেদনা আমারে ঘেরিয়া ঘেরিয়া নাচে,
মন কয়,—তোর ব্যথার দরদী আজো কি রে বেঁচে আছে

জীবনের ভোরে আমি ছিনু তার পুতুল খেলার সাথী
কিশোর বয়সে সে ছিল আমার গোপন ব্যথার ব্যথী।
তাহারে লইয়া, হায়,
কত নিশি দিন কাটায়ে দিয়েছি নিঝ্ঝুম নিরালায়,
তার পর যাহা স্মরিতে ও তাহা বক্ষ ফাটিয়া যায়—
কত সে কাঁদন কেঁদেছে অভাগী স্মরিয়া এ’ অভাগায়

কবি অ-মানুষ তাই,
বিষয়ীর কাছে তার তরে হায় এতটুকু দাম নাই।
কবির কবিতা খেয়ালীর ভোগ—বিষয়ীর কিছু নয়,
তাই তো তাহারা পথিক-কবিরে দিল চির পরাজয়।
এক সে ধনীর কোমল অঙ্কে ওরে তারা তুলে দিল
সমাজ-শাসন মান-ভয়ে শুধু সে তাহারে ব'রে নিল।

তার বিদায়ের শেষে,
ঘর করি' পর, পর করি' ঘর, ঘু'রে ফিরে দেশে দেশে
দীর্ঘ দিবস অবসানে আজ আবার যেতেছি ফিরে,
ওই সে ও-গাঁয়ে যেখানে অভাগী ভেসেছিল আঁখিনীরে।
আজো কি তেমনি সাঁঝের বাতিটি হাতে নিয়ে বিবাগিনী
আনমনে মোর ভাবনা ভাবিছে অশ্রুর পসারিণী!
রিক্ত পথিক আজ যবে তারে দেখা দিব যেয়ে ফিরে,
হাসি-বেদনার কতনা তুফান বহিবে মোদেরে ঘিরে।
চোখে-চোখে যবে চাহিতে যাইব কহিতে মনের দুখ
অঝোর ধারায় ঝরিবে অশ্রু—কাঁপিবে কতনা বুক।

পথ হবে তোর শেষ,
ক্লান্ত কেন রে উদাস পথিক—ওই যে বধূর দেশ॥

রাণী

নামটি তাহার রাণী,
'ফোর্থ-ইয়ারে' পড়ছে এ'বার আমরা সবাই জানি।
ফোটা যৌবন লুটায়ে পড়িছে তাহার সকল গায়,
কাঁচা হলুদের অঙ্গ তাহার নয়ন ধাঁধাঁয়ে যায়।
বুকের কুসুম লুকায়ে রাখিতে যদিও না করে ভুল,
দুরন্ত অলি গোপনে আসিয়া ফোটায় তবুও হুল।
কুন্তল বেঁধে রাখিবারে সে যে পারে না মোটেই হায়,
মদনের-ফুল-শর-জ্বালাতনে সুখ-লাজে ম'রে যায়।
কলেজের ছেলে-দল
তার মুখ পানে চাহিতে যাইয়া হারায় বুকের বল।
নীল বরণের ব্লাউজ পরিয়া সবুজ সাড়ীর নীচে,
নাগরা-চরণে যখন আসিয়া বসে সে ক্লাসের পিছে,
সবার নয়ন-বাণ যে তখন তাহার উপরে পড়ে;
তা' দেখিয়া বুড়ো অধ্যাপক যে লজ্জায় শুধু মরে।
অতীত জীবন-কথা,
তখন তাঁহার মনে প'ড়ে যেয়ে জাগায় অকূল-ব্যথা।
স্মরণ হয় সে ছাত্র-জীবন অযুত বন্ধু-মুখ,
হারানো দিনের 'মানস-মোহিনী' কতই না সুখ-দুখ।
হয়ত তাহারি তরে,
ক্ষণেক ভাবিয়া হাসিয়া হাসিয়া ব্রাউনিং ও' পড়ে।
প্রেমের কবিতা শোনে,
ছেলেরা যখন মিটিমিটি হাসে—রাণী বসে' কাল গোনে।
বুঝিতে পারে না ক্লাসের মাঝে কে তাহারে যে ভালবাসে
কাহার চাহনি সত্যি করিয়া ফিরিছে তাহার আশে।
বর্ষ-শেষের পাশের আশায় তাই ত অভাগী হায়!
বুকে বই ল'য়ে আপনার মনে হেথায় আসে ও যায়।

শীতের শেষে

শীতের শেষে মোহন বেশে ফুল-রাণী আজ আস্‌ল কি ?
ঘোম্‌টা-ফাঁকে লালিম মুখে গোলাব-বধূ হাস্‌ল কি ?
আয় সখি আয় সাকী !
প্রেম-মদিরা পান করে আজ প্রাণটি তাজা কর দেখি ॥

শীতের হাওয়ায় সঙ্কুচিতা কুয়াস-ঢাকা কুসুম-বালা
মলয়-হাওয়ার মদির চুমায় কানন আজি করছে আলা,
জাগ্‌ছে লতা উঠ্‌ছে পাতা
হাসছে সবাই নবীন নেশায়, ফুল-বনে আজ জীবন-মেলা ॥

মদির মলয় অধীর হ'য়ে কুসুম সুবাস বক্ষে ল'য়ে
ফুটিয়ে মুকুল লুটিয়ে বকুল চলছে ধীরে ধীরে বয়ে ।
ডাকছে কোকিল জাগছে নিখিল
ভ্রমর আজি ফুলের কানে কোন্ কথা হায় যাচ্ছে ক'য়ে ॥

কোন্ কিশোরী কুসুম সাজি ল'য়ে কোমল কান্ত করে,
ফির্‌ছে উদাস কুঞ্জ-মাঝে মঞ্জু ফুলের ধারে ধারে ।
আম্র মুকুল ঝরছে ব্যাকুল
তাই বুঝি হায় আকুল হৃদয় রাখতে নাহি পারে ধরে ॥

আজকে ওরে বিশ্ব জুড়ে স্বভাব রাণী উঠছে হেসে,
পুষ্প-সাজে সাজ্‌ছে ধরা পুষ্প তাহার কেশে বেশে !
হস্তে মালা ডাকছে বালা
আয় ছুটে আয় নবীন তেজে আজকে শীতের শেষে ॥

বসন্তের পরশ

বসন্তেরি উতল্ হাওয়া কোন্ বাণী আজ আন্‌ল ব'য়ে?
উঠ্‌ল কেঁপে হৃদয়খানি কোন্ অজানার পরশ পেয়ে!
পুষ্পে পাতায় কানাকানি
কোরক লতায় জানাজানি
জাগ্‌ল প্রাণের গোপন আশা বুলবুলেরি আভাস পেয়ে॥

রসাল-শাখে কোকিল ডাকে সুর-সায়রে লহর তুলে,
গাইছে অলি ফুটছে কলি মলয়-হাওয়ায় দোদুল দুলে,
বইছে বাতাস ছুটছে সুবাস,
বাঁশীর তানে পরাণ উদাস,
ফুলের রাণী সোহাগ-ভরে বঁধুর সনে হাওয়ায় দুলে॥

কোন্ রাগিণী উঠ্‌ল বেজে ফোটা ফুলের ফাগুন-বনে,
কোন্ সাহানার রেশ জাগে সে প্রিয়ার বুকের গোপন কোণে
কার মিলনের আকুল আশায়,
সলাজ বধূ গোপন ব্যথায়
আগুন-ছোঁ'য়া গরম নিশাস ছাড়ছে আজি ফাগুন-বনে॥

পল্লী-বিধবা

নীরব নিশীথ-রাতি,—
চোখে নিদ্ নাই, কি যে ভাবি ছাই, নিভেছে ঘরের বাতি।
মেঘের আড়ালে চাঁদ ফুটিয়াছে ভাঙ্গা বেড়ার ফাঁকে,
তারি আলো মোর বিছানে এসেছে দরদ-কাতর আঁখে।
পথ-ঘাট-বাট সব দেখা যায় জ্যোছনা-সায়রে ভাসে,
ক্লান্ত মাঝির ভাটিয়ালী গান বাতাসে ভাসিয়া আসে।
উদাসী পরাণ থাকি' থাকি' মোর কত কথা ভাবে আজ,—
দুঃখ-সুখের স্মৃতি-ঘেরা সেই কত না সকাল সাঁঝ।
সেই না সে কবে মাঘের রোজায় নব-বধূ হ'য়ে আসি,
এই সে বাড়ীতে—হায়রে সে হ'তে কভু কাঁদি কভু হাসি—
জীবন-তটিনী বহিয়া চলেছে মরণ-সায়র পানে,
রাঁধি আর খাই, পারিনে ভাবিতে সেই খোদা রহমানে।
ছিল না শ্বশুর, ছিল না ভাশুর, একেলা ছিলেন তিনি,
'নয় বছরের' দুধের শিশু যে তাঁরেই আসিয়া চিনি।
সারাটি রজনী সোহাগ করিয়া পান্তা খাইয়া ভোরে,
স্বামী মোর যেত হাসি-মুখে চলি' হাল নিয়ে দূর চরে।
যাইবার কালে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিতেন পিছু-পিছু,
সে সব দেখিয়া একেলা বাড়ীতে লাজে হ'ত মাথা নীচু।
রাঁধিয়া-বাড়িয়া দুপুরের আগে একা একা বসে থাকি
মায়ের বাড়ীর স্মরণ করিয়া জলে ভাসাতাম আঁখি।
পাশের বাড়ীর মুঙ্জির-মা কখনো আসিয়া হায়!
হাসিয়া হাসিয়া সোহাগ করিত ভুলিতাম বাপ-মায়।

উড়ানীর চরে হাল চাষ করি' তিনি ফিরিতেন যবে
ভর-দুপুরের রোদ মাথে করি' হাসিমুখে কলরবে।
সব চীজ তাঁ'র সাম্‌নে দিতাম থালা-ভরে মনসুখে,
হাসিয়া হাসিয়া খাইতেন তিনি চোখ রাখি মোর মুখে
সারা-বাড়ী-ময় ভরিয়া থাকিত কত রকমের ফল
বোশেখের কাঁচা আম্র থাকিত, থাকিত ডাবের জল।

দিন যেতেছিল যত,
কা'র সে অভাব মন-মাঝে যেন জাগিবারে ছিল তত।
সেই সে দিনেতে বড় সাধ যেত অভাগীর হিয়া মাঝে—
মা বলে আমারে ডাক দিতে কেউ নিতুই সকাল সাঁঝে।
ঘরের মানুষও তাই বুঝেছিল, তাই দেশে দেশে ফিরি'
পীরের দেওয়া কবজ আনিয়া তাবিজ দিত সে ভরি।
অনেক যাচার পরে আল্লার হইল মেহেরবানী
সেই সে আষাঢ়ে আমার কোলেতে মিনুরে দিলেন আনি।
যাদুরে পাইয়া পরাণ আমার কত না উঠিল হাসি
মজিদ-মাজারে শিরনী দিলাম বিধাতারে ভালবাসি।
সেই হ'তে তাঁর দয়ার বলেতে তিন ছেলে হলো মম,
হায় রে অভাগী ধরার বুকেতে কেবা ছিল তব সম।
বড় বিষ জ্বালা মনে
সেই সব কথা স্মরি' আজি তাই কাঁদি শুধু নিজ মনে।
উড়ানীর চরে বড় ক্ষেত ল'য়ে মনিব হ'য়েছে বাদী,
কশাই-অধম মনিব তাহার একদা কহিল কাঁদি'।
আমি কহিলাম—'কাজ নাই থাক দাও সেই ক্ষেত ছাড়ি'।
'দাদার কালের জমি যে আমার' কহিলেন মাথা নাড়ি—

'ছাড়িতে পারি না তাহা'—
দেখে নেব আমি পালের-পোয়েরে হোক্ সে শাহান-শাহা'।
সে'দিন দুপুরে বীজের পাতিটি মাথায় লইয়া হায়!
আলীর সমান মরদ আমার দেখিলাম মাঠে যায়।
যাদুরা আমার তখনো বসিয়া লুটায় ধূলার মাঝে;
কহিলাম মনে 'বড় হ'লে এ'রা তোমারে দেব না কাজে'।
সাঁঝের রবিটি ঢলিয়া প'ড়েছে সুদূরের বালু-চরে,
আকাশ-পাখীরা ছুটিয়া চলেছে আপন বাসার তরে।
তখনো যে কেন বাড়ী ফিরিল না যখন ভাবিছি তাই,
তখনি হেরিনু তিনি আসিছেন কিন্তু সে হাসি নাই।
কণ্ঠে তাঁহার কথা নাই আজ বক্ষে বেদনা-ধারা
ইসারায় শুধু বলে দিল মোরে মারিয়াছে তাঁরে কারা।
মনিব তাঁহারে বীজ বুনিবারে না দিয়ে আপন ক্ষেতে,
নিজ হাতে পুনঃ মারিয়াছে হায়!—কাঁদিলাম বেদনাতে।
মনিবের দে'য়া মারে আর সেই দেশের দশের লাজে
মোকদ্দমায় ডুবিলেন তিনি, হাল-চাষ হ'ল বাজে।
ঋণ করি বহু টাকা
সাতটি বছর ছুটাছুটি করি কলিকাতা আর ঢাকা,
আপনার জমি পাইলেন তিনি, পাইলেন অবশেষে,
তার সে জয়েতে রব পড়ে গেল দিকে দিকে দেশে দেশে।

লোকজন সহ এইবার তিনি আসিলেন ক্ষেত বুনে;
সেই সব হেরি' কত না কেঁদেছে অভাগিনী ঘর-কোণে
উড়ানীর চর হইতে এবার বাড়ী ফিরিবার বেলা
সেই হাসি নাই সেই ভাব নাই শুধু বেদনার মেলা।

বুকে ঋণ-ভার বহিয়া বহিয়া ব্যথা-ভরা মুখে হায়!
গুন গুন করে গান গেয়ে তার সারা দিনমান যায়।
দেহেতে তাঁহার ধরে গেল ঘুণে তিলে তিলে তাই দুখে
সোনার পুতুল লুটায়ে পড়িল কঠিন মাটির বুকে।
সেই দিন সাঁঝে আমারে ডাকিয়া কহিলেন কাছে আনি—
'বাছাদের নিয়ে প'ড়ে থেকো তুমি এই ভিটা-মাঝে রাণী,
জীবনে তোমারে সুখ দিতে সখি কখনো পারিনি হায়!
এই কথা আজি হানিছে আঘাত অন্তর-দরজায়।'
এইটু বলিতে দেখিতে দেখিতে সকলি হইল শেষ,
যাদুরা আমার কাঁদিয়া উঠিল—কাঁদিল না পরমেশ॥

ভিটেটুকু শুধু ছাড়ি
দু'দিন যাইতে মহাজন আসি' সকলি লইল কাড়ি'।
বাছারা আমারে ঘেরিয়া ঘেরিয়া কাঁদিতে লাগিল কত;
আমার বেদনা ভাসিয়া চলিল মেঘনা নদীর মত।

পরের দুয়ারে খাটিয়া খাটিয়া যাদুরা আমার আজ,
বড় হইয়াছে, আমি পরিয়াছি বেদন-বিষের তাজ।
এই সে ভিটাতে কাটায়ে দিয়েছি জীবনের যত কাল,
আজিকে আসিয়া সকলি তাহার বুনিতেছে মায়া-জাল।

স্বর্ণলতা

স্বর্ণলতা স্বর্ণলতা
নীরব কেন কও না কথা ?
সুপ্ত তব তরুণ-প্রাণে মোহন-প্রেমের গোপন-ব্যথা
যায় না বলা রুদ্ধ কি তা' ?
কেমন কথা বল না হেথা—
রহস্যময় স্বর্ণলতা ॥

এ'লিয়ে দিয়ে কোমল তনু
সবুজ বেতস লতার শীষে,
পরিয়ে দিয়ে জর্দ্দা শাড়ি
হাল্‌কা শ্যামল পাতায় মিশে,
রইছ পড়ে বনের কোণে
কি আশ তব মনের বনে,—
বল না সখি, বল না আমায়
বল না কানে সঙ্গোপনে ॥

জরদা পরীর ওড়না খানা
উড়িয়ে এনে উদাস-হাওয়ায়,
ছড়িয়ে দিল সবুজ সখী
চঞ্চলিকা বেতস-মাথায় ।
কনক ঊষার টুক্‌রা হাসি
অস্তাচলের বিদায়-বাঁশি
বাজায় বুঝি তোমার প্রাণে সবুজ হিয়ার অবুঝ ব্যথা
স্বর্ণ-মাখা স্বর্ণলতা
বর্ণ-হাসির ঝর্ণা-ধারা
স্বর্গ-চ্যুতা স্বর্ণলতা ॥

সরসী

প্রশস্তি

আরব-মরুর বক্ষ ঘেরিয়া অত্যাচারের আগুন জ্বলে,
মানবসমাজ পিশাচ দানব এমন উদার আকাশ তলে!
ইনসান-বুকে দয়ার বালাই নাই যে রে আজ এক সে তিল
পাপ-শয়তান ক'রেছে দখল তা'দের পরাণ তা'দের দিল।
দিবা-নিশি ওরা মিঠা মদ খায় আওরাত্-কায়া বক্ষে ধরি'
মরণের ভয় করে না উহারা শমশের হলো হাতের ছড়ি।
মার সন্তানে আছাড়িয়া মারে স্তন মুখ হ'তে নিয়ে যে কাড়ি
বালির পাথার-কিনারে তা'দের এইত আজব দুনিয়াদারী।
মরুর সমান রুক্ষ পরাণ মরুবাসীদের আজকে ওরে
কমজাত ওরা রক্ত-পাগল দুশমন এই বিশ্ব-পুরে।

* * *

নিঝুম মরুর কোন সাড়া নাই শব্দ মিলায় পায়ের নীচে
কাক-জ্যোছনায় ওই দেখা যায় পূবের আকাশ মিনার পিছে।
এ মধু-সময়ে জান্নাত ছাড়ি' মাটির ভুবনে কে এলে তুমি
বাঁচাতে তা'দেরে, মারহাবা রব ছাপিয়া উঠিছে আকাশ ভূমি।

* * *

বদহাল্ হেরি' মরুচারীদের নয়ন তোমার ঝরিল খালি
নিশীথ আঁধারে তাই'ত তা'দেরে ডাকিলে শান্তি-মশাল জ্বালি'

দীঘল বর্শা আকাশে ছুঁড়িয়া রক্ত ছুটা'ত যাহারা মুখে
দুশমন-লোহু তৃপ্তি-শরাবে মস্ত হইয়া মরুর বুকে—
তৌহিদ-বাণী শুনায়ে তা'দেরে আনিলে পরম ধরম-ছায়ে
মরণের কথা ভুলে গিয়ে হায় এ'ড়ায়ে কত না বিপদ দায়ে।
তোমার মন্ত্র সাধনে তাহারা পাইল সত্য নবীন বল
কণ্ঠে কোরান শমশের হাতে কাঁপায়ে তুলিল অবনী-তল।
লক্ষ ঘোড়ায় সওয়ার হ'য়ে ছুটে গেল তারা বিশ্বমাঝ
তা'দের চরণে গড়াগড়ি যায় কত না রাজার তখ্‌ত তাজ।
মায়াবী মরুর ইবলিস হ'ল তোমারে লভিয়া আজাদ নর,
বুজদেল আর কমবক্ত ও দরুদ জানায় তোমার পর।

* * *

রাতের চেরাগ একদা কখন্ নিবে গেলে তুমি হায় রে হায়!
উদাসী মরুর হুতাসী হাওয়া নিশীথ আঁধারে কাঁদিয়া যায়।
কত শত শত বরষ আজিকে অতীতের কোলে পড়িছে ঢলি'
আঁধারে লুপ্ত ক্রমেই জগৎ; ফের এস তুমি, উঠহে জ্বলি'।
জ্বলিবে না দীপ? আসিবে না ফের? হাজার দরুদ তোমার পরে,
দোয়া কর শুধু আজ উম্মতে খোশহাল্‌-ভরা নসিব তরে।

শবে-বরাত

বরাত তোর ফির্‌বে পাপী
আস্‌ছে ফিরে বরাত-রাতি,
তওবানলে হৃদয় জ্বেলে
ফুটাও হেথা পুণ্য-বাতি।
শাবান-চাঁদ সুনীল নভে
হাস্‌ছে কিবা মধুর হাসি,
নিখিল ধরা উজল আজি
পুণ্য-ভরা পৌর্ণ-মাসী।
আকাশ বাতাস ছাপিয়া ওরে
বান এসেছে রহমতেরি,
অজানা কোন্ পুলক ধারায়
মোমেন-হৃদি উঠ্‌ছে ভরি'

কওসার-সুরা-ভরা পবন
মন্দ-মন্দ যায় বহিয়ে
স্বর্গ হ'তে আজকে ওরে
মর্ত্ত্য-বাসীর কানন দিয়ে।
আয় রে পাপী ! আয় না আজি
শুদ্ধ হ'য়ে অশ্রু-জলে,
হেলায় যেন সুযোগ না যায়
পাইলে যদি ভাগ্য-ফলে।
দয়াল খোদা আজকে তোরে
ডাক্‌ছে রে তাঁর আরশ-তলে,
কবুল হ'বে সকল দোয়া
ডাক্‌রে তাঁরে পরাণ খুলে।
বরষ পরে আবার কবে
এমন নিশি আসবে ফিরে ?
এমন ক'রে আবার কবে
দয়াল বিভু ডাক্‌বে তোরে ?
আজিকার এ পুণ্য-মেলায়
পারের সওদা লও হে ক'রে,
পোল-সিরাতের পথে নৈলে
পড়্‌তে হ'বে বিষম ফেরে।

মধু-মাস রমজান

রমজান ! রমজান ! মহামাস রমজান !
শান্তির নির্ঝর, বিশ্বের কল্যাণ ।
এ'ল আজ
ধরা মাঝ
বিশ্বের স্রষ্টার সৃষ্টির মহাদান ॥

রমজান এল তাই পাপ ক'ল প্রস্থান,
সারা ধরা হ'য়ে গেল পুণ্যের ময়দান ।
শয়তান
হয়রান
জিঞ্জিরে বাঁধা প'ড়ে—শির কুটে খান খান ॥

স্বর্গের রায়হান রমণীয় রমজান,
সংযম ও শান্তির আনিয়াছে আহ্বান ।
ওরে পাপী !
ওরে তাপী !
এ সুযোগে করে নাও পুণ্যের সন্ধান ॥

ষড় রিপু ক'রে বশ রোজা রাখ পাক্ প্রাণ,
স্বরগের বাগ হ'তে আসে শুন কী সে তান!
খোলা তার
সব দ্বার
রহমত নিয়ে আজি আসিয়াছে রমজান॥

ডাক আজ প্রাণ ভরে "আল্লাহু রহমান"
তারাবির নব-তেজে হও সবে তেজীয়ান।
সারা নিশি
'ভালবাসি'
অমিত মনের বলে কর বসি বিভু-ধ্যান॥

রমজানে এসেছিল মহাবাণী কোর্‌আন।
তা'র বুকে মিশে আছে কদরের রাতখান।
গুণগান
সম্মান
নাহি যায় কিছু তা'র—ঐ যে মধু-রমজান॥

রমজান-বিদায়

আকাশ বাতাস ছাপিয়া উঠেছে
বিদায় করুণ-সুর—
'হায়-হাত' করি' কাঁদিছে হৃদয়
বেদনায় ভরপূর।
বিদয়! বিদায়! প্রাণের সুহৃদ,
খোদার দয়ার দান,
ভুলোনা মোদের হৃদয়ের এই
বেদনায় মাখা গান।
একটি মাসের বন্ধু ওগো,
বরকতময় সাথী
রহমত নিয়ে এসেছিলে ভবে
পাপীর ব্যথার ব্যথী।
তওবার জলে ধুয়ে মুছে সব
করে দিলে পাক-সাফ,
দূর ক'রে দিলে হৃদয়ের যত
মলিনতা পাপ-তাপ।
নিয়ে এলে সাথে স্বরগের বাণী
খোশবু মদির বায়,
তাজা ক'রে দিলে মোমেনের প্রাণ—
কওসর দিলে তায়।
গোফরান এ'নে বাঁচালে মোদেরে
দোজখের আগ হ'তে,
শব-কদরের কল্যাণ ধারা
বহালে ধরার পথে।

ভোরের সানাই

কত যুগ আগে এনেছিলে তুমি
সুধা-বাণী কোর্‌আন,
তারি কল্যাণে মোমেনের তরে
খোলা আজ 'রায়হান'।
তারাবী এবং তস্‌বী আনিয়া
বাঁচায়েছ মৃত জান।
নব-তেজে রূহ্‌ উঠেছে জাগিয়া
ধরেছে পুণ্য তান।
কত আদরের কত সোহাগের
প্রিয়-বঁধু রমজান,
এত ত্বরা করি কেন আজি ভাই
করিতেছ প্রস্থান!
খোদার হুজুরে করিও না যেন
আমাদের শেকায়েত,
ক'রো সুপারিশ—হয় যেন শিরে
গোফ্‌রান এনায়েত।
যা'বার বেলায় দিয়ে গেলে সখা
বিদায়ের উপহার—
ঈদুল-ফেতর খোদার মেহের,
খুশীর পুণ্য-ধার।
এত আনন্দের মাঝেও হৃদয়
তব বিচ্ছেদ ভারে—
হাসির সহিত অশ্রু মিশায়ে
কাঁদিতেছে জারে জারে।
একটি বছর বাঁচিলে আবার
দেখা হ'বে তব সাথে,
নচেৎ হাশরে বিচারের দিন
পোল-সিরাতের পথে।

ঈদল-ফেৎর

পশ্চিমে উঠিয়াছে শওয়ালের নয়া চাঁদ,
উল্লাসে নাচে হিয়া মানেনাক কোন বাঁধ।
আসিয়াছে মহা-ঈদ্,
প্রীতি-গানে ভরা হৃদ্ ;—
উৎসুক নর-নারী উল্লাসে দিশা-হারা,
দুনিয়ার ঘরে ঘরে মিলনের মহা-সাড়া !

মাসেকের সাধনায় শুদ্ধ-বুদ্ধ প্রাণ
পুণ্যের দীপ্তিতে প্রদীপ্ত দেল-জান ;
এ'ল আজ রহমৎ
জান্নাত বশারৎ
রোজাদার-জান তাই হাসি-খোশে বাগ-বাগ,
খুলে দিছে রিজওয়ান স্বরগের সব বাগ।

আস্‌মান হ'তে যত মালায়েক-হুরী-কুল
রোজাদার শিরে ফেলে চারু রাশ-রাশ ফুল !
নিয়ামত ও বরকত
কওসর শরবত
প্রস্তুত ফেরদৌসে মক্‌বুল রুহ্‌ তরে,—
'মারহাবা' রব উঠে স্বরগের দ্বারে দ্বারে।

হর্ষ-মিলন-বাণী বহিয়া অধর-কোণে,
বহায়ে খুশীর ঝড় সকল মোমেন-মনে,
আসিয়াছে ঈদ্ আজ
মনোহর তা'র সাজ !
পড়িয়াছে মহা-ধূম বিশ্বের ঘরে-ঘরে,
নিঃস্ব আমীর সব মশ্‌গুল খুশী-ভরে ।

পুণ্যের পয়গাম, সাম্যের জয়-গান,
আল্লার মহা-দান মিলনের মহা-বান,
আসি' আজ দুনিয়ায়
করিয়াছে পূত তায়,
দ্বেষ-রেষ ভুলি তাই মিলিতেছে ভাই ভাই—
ফকীর-আমীর আর দুখী-দীনে ভেদ নাই ।

ফুটিয়াছে হাসি আজ দুখীদেরও ম্লান-মুখে,
ফেৎরা ও জেয়াফত লভিয়া মনের সুখে ;
মাতিয়াছে হাসি-গানে
মুক্ত দীপ্ত-প্রাণে ;
তক্‌বীর বলি' সবে ঈদ্-গাহে ছুটে যায়,
আল্লার কাছে সবে গোনা-খাতা মাফ্ চায় ।

"মোবারক-বাদ" আজি সকলের মনে মুখে,
"মোয়ানেকা-মোসাফেহা" বিমল মিলন-সুখে ;
কারো প্রাণে নাই খেদ
ছোট-বড় নাই ভেদ
মিঠা-মুখে সব সাথে করে সবে মোলাকাত,
শিশু-বুড়া সবে ডাকি দিছে আজি জেয়াফাত

ভোরের সানাই

থেমে গেছে তারাবির কেরাতের পূত স্থর,
কৃচ্ছ্র-সাধনা আজ সিদ্ধিতে ভরপূর ;
আজি সব রোজাদার
করিয়াছে ইফ্‌তার।
ভেজিছে শোকর তাই আল্লার দরগায়,
খোশ্‌-মনে ঈদ্‌-গাহে নামাজেতে ছুটে যায়।

বৎসর বৎসর এমনি করিয়া ফিরে,
স্বরগের হাসি নিয়ে এসো ঈদ বারেবারে !
শান্তি পুণ্য-গান
হর্ষ মিলন-বান
নিয়ে এসো দুনিয়ার মুস্‌লিম-প্রাণ-দ্বারে ;
স্মরণ করায়ে দিয়ো স্বরগের কথা তারে।

ইব্রাহিম-স্মরণে

নিশীথে শুনিয়া ডাক—হে ধরার ব্যথাতুর প্রাণ,
কবে সে কাঁদিয়াছিলে পেয়ে মহা-প্রভুর সন্ধান।
কবে তুমি ইব্রাহিম সার-সত্যে প্রবুদ্ধ-অন্তর,
দিয়েছিলে নিজ পুত্রে বিভু-পদে তাপসপ্রবর॥

আজো তোমা স্মরি' মহাজন!
কেঁদে উঠে সারা ধরা—তব প্রিয় পূর্ব্ব-নিকেতন।
খুন্-খোশ্-রোজ সেই আসিয়াছে পুনঃ ধরা-পরে
কোথা তুমি! কেঁদে চাই, ফিরে চাই,
হাহাকার করে'॥

তোমার সে স্মৃতি স্মরি' আজি মোরা
দিতেছি কোরবাণী
অপার সন্তোষ সহ;—শুনি যেন তব দূর-বাণী।
অতীন্দ্রিয় পুণ্য-লোকে আজ তুমি আছ মহা-প্রাণ,
সেথা বসি' হে খলিল, লহ দীন ভক্তের সম্মান।

খালেদ শেলড্রেক

‘খোশ্‌ আম্‌দেদ্‌’ নও মুস্‌লিম—নমস্কার, নমস্কার,
দোস্ত তুমি, দস্ত তোল, লও আমাদের অর্ঘ্যভার !
মহানন্দে হৃদ্‌-সাগরে লহর-ধারা বইছে আজ,
সুদূর থেকে আস্‌ছ তুমি করতে হেথা ‘দীনে’র কাজ।
নিঃস্ব মোরা বিশ্ব-সভায় লজ্জানত শির বে-তাজ,
শিরীণ্‌ বুলি বল্‌তে নারি—আজাদ জনা দেয় যে লাজ।
তোমার মত মে’মান পেয়ে তবুও তার ‘চশ্‌ম’ পরে
পুলক-ধারা ফুটিতে চায় কখনো বা ক্ষণেক তরে।
শমশেরেতে জয় করনি’ আজকে তুমি কোনও রণ,
দিলের জোরে হে দেলওয়ার, জয় করেছ সকল মন।
বন্দি তোমা ফন্দি-হারা খাঁটি মর্দ ইমানদার,
নয়া-জামানা-গুল-বাগিচা-খোশবু তুমি চমৎকার।
আল্‌-আরবী-মক্কি-নবী-ভক্ত তুমি, নও গাজী,
দরাজদিল মুসলমান সোফেদ-হিয়া পূত হাজী।
জাহান-জোড়া নামজাদা শের দিলীর তুমি মোমেন-দলে,
বোজর্গ তুমি বাহাদুর গো বিশ্বধরার স্থলে জলে।

দু'দিন তরে জন্ম নিয়ে কেনই আসা জগৎ মাঝে
কেনই আবার সব ছাড়িয়ে যাত্রা করা অকাল সাঁঝে !
বল্‌তে নারি সে সব মোরা, বল্‌তে পারে সে রহমান
মাহ্‌তাব আর আফ্‌তাবেতে বিরাজ করে যার সে শান।
তবুও যাঁরা পরের লাগি' নিজের জান দেয় কোরবাণ
তাঁদের হেরি' বল্‌তে পারি—খোয়াব হেন নয় জাহান।
সওয়াব শুধু নামাজে নয়, খোদা শুধুই নয় কাবায়—
তিনি আছেন সব জাগাতে সত্য এবং জ্ঞান-সেবায়।
এই সে কথা তাঁরাই শুধু বল্‌ছে যাঁরা ইমানদার—
তুমি তাঁদের একজনা গো কর্‌ছি তোমা নমস্কার।
খালেদ তোমার তুলনা নাই মহান তুমি সত্য-কাজী
তোমায় হেরি' শির যে নোয়ায় রেজা আমান কামাল গাজী।
নয়া-জামানা-মিনারে-মিনারে হাঁক্‌ছ আজান মধুর ভোরে
সুপ্ত ধরা উঠ্‌ছে জেগে সে খায়রুম মিনান্ন্‌…সুরে।

যুগের 'পরে যুগের বীর এমনি তোমা রাখুক খোদা,
শিরে তোমার পড়ুক ঝরি' মালায়েক-হুরী-গুল্‌-সুধা।

খাজা কামাল-বিয়োগে

সাগর পারের বন্ধু মোদের তোমার বিয়োগ শোকে
মন করে 'হায়হাত'—
অঞ্জলি ভরি' আনিয়াছি তাই অশ্রুর সওগাত।
সোনার দেশের সন্তান মোরা অন্নহীনের দল,
জীবনে তোমারে পূজিতে পারিনি এমনি নিসম্বল!
নয়নে বসন দিয়া,
তাই কাঁদি আজ তোমারে স্মরিয়া হে মানব নবি-হিয়া

আঁধারে সুপ্ত ভারত-ভূমিতে মহান মোমেন-কুলে
বিদুষী মায়ের বুকে
কোন্ সে প্রভাতে ওগো মহীয়ান এসেছিলে হাসি মুখে
আল্-ইস্লাম ধন্য হয়েছে পাইয়া তোমারে আজ,
তোমার বংশ উজল হয়েছে লভিয়া তোমার কাজ।
যুগের পুণ্য বলে
তোমাব মতন মহান্ জীবন জাতির জীবনে ফলে।

দেশের দশের 'দীনে'র সেবক সাজি' তুমি কবে বীর
তরুণ পরাণ ল'য়ে
নিজ দেশ ছাড়ি' গিয়াছিলে দূর 'সাগর পারে'র হ'য়ে!
ওই সে দেশেতে ইস্‌লাম-আলো জ্বালিবারে তুমি গিয়া,
কত না দিবস নিদ্‌হারা রাত দিয়াছ হে কাটাইয়া।
ওকিং মিনার থেকে
শান্তির বানী দিছিলে তাহারে সুধা স্বরে ডেকে ডেকে

সুপ্ত মুসলমান যে আজি জাগিয়াছে ধরাতলে
তব ডাকে আরবার
কি দোষে তাদের ছাড়িয়া গিয়াছ কিবা ভুল হেন তার!
য়ুরোপের বুকে তোমার শোকের তুফান বহিয়া যায়
নিখিল এশিয়া-ফরিয়াদে হায় আকাশ ফাটিতে চায়।
তাজ গড়ে' শা-জাহান,
কেন ছেড়ে গেলে আজিকে মোদের—মিছে কেন অভিমান।

কোন্ মরুভূ'র পরপারে আজ কোন্ সাগরের তীরে
চলে গেছ তুমি বীর!
কোন্ সে সুদূরে হেরিয়াছ কার অকুল নয়ন-নীর!
আশীষ করিয়ো সেথা হতে দেব মোদের আপন বলে
তোমার জীবন-স্বপন যেন গো আমাদের মাঝে ফলে।
ওগো মহা মুস্‌লিম—
লহ লহ আজ সর্ব্ব-হারা হিন্দের তস্‌লিম।

মোহাম্মদ আলী-প্রয়াণে

দূর সাগরের ওপার হইতে এ কি শুনিবারে পাই
ভারতের বীর, ভারতের শির,—তুমি নাই! তুমি নাই!
পারাবার-পারে পাঠায়ে তোমারে জননী যখন হায়,
মুক্তি-আশায় বক্ষ বাঁধিছে তোমারই ভরসায়—
কারে অভিমান করি'
এমন সময়ে চলে গেলে তুমি অসীমের পথ ধরি!
নির্ভীক ওগো নিরলস-হিয়া কোথা যাও কোথা যাও?
অযুত ভক্ত কাঁদিছে অকূলে—ফিরে চাও! ফিরে চাও!
শুনিয়াছ তুমি কোন্ সে সুদূরে কাহার বাঁশীর তান,
কোন্ হারা ঘর পড়িয়াছে মনে! কাহার হাসির গান!
কোন্ সে সুদূরে চলিয়াছ তুমি কত দূর—কত দূর!
সঙ্গ পেয়েছ ছাড়িয়া মোদেরে আজি কোন্ বন্ধুর!
কত ভাল তুমি বেসেছিলে যে গো এই ভারতের ধূলি
এই নদী জল আকাশ বাতাস বন-ছায়া পাখী-বুলি—
জানিতাম মোরা জানিতাম তাহা আপন মরম দিয়া,
তাই কাঁদি আজ তোমারে স্মরিয়া হে মানব-আওলিয়া।
পউষ আজিকে ঢলিয়া পড়েছে মাঘের তুহীন গায়,
শিশির-সজল নয়ন তাহার তোমারে হেরিতে চায়।

গাঁয়ের চাষীরা হাল ছেড়ে আজ ভাসিছে নয়ন-নীরে
নায়ের মাঝিরা নাও বেঁধে ফিরে তটিনীর তীরে তীরে।
'মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে' গাহে যারা নিশিদিন
নাই রে তাদের কণ্ঠের বাণী—আজি সব গম্‌গীন।
মটর ক্ষেতের সবুজ বুকেতে অশ্রু-দরিয়া বয়—
গালে হাত দিয়ে তারি পানে হায় কৃষাণীরা চেয়ে রয়।
ঘাস ছেড়ে দিয়ে মাঠের গাভীরা দূর পানে আছে চেয়ে,
তোমারেই তারা চাহিছে আজিকে অশ্রু-সলিলে নেয়ে।
পশু পাখী কাঁদে তোমারে স্মরিয়া কাঁদিতেছে লতা পাতা
হিমালয় আজ এই সে কাঁদনে জলদে লুকায় মাথা।
মোদের কাঁদন যায় না কি শোনা তোমার দেশেতে থাকি'?
কত দূর তাহা?—বহু দূর কি গো?—অথবা কেবলি ফাঁকি!

অভাগা দেশের তরে
বিপুল বিত্ত লুটাইয়া শেষে লুটাইলে আপনারে।
বুঝেছিলে তুমি অধীনতা যে গো জগতের বড় পাপ!
স্বরাজ স্বরাজ করি' তাই সদা করে গেলে অনুতাপ।
"মানুষের বুকে বসি'
মানুষ কেনরে চালাবে নিয়ত অত্যাচারের অসি!"
বজ্রকণ্ঠে গেয়েছিলে তুমি নব জীবনের গান
এশিয়া য়ুরোপ আফ্রিকা তাহা শুনেছিল পাতি' কান।
মিথ্যার সাথে লড়াই করিয়া দিনে দিনে তুমি বীর,
সেবক-জীবন বহিয়া গিয়াছ সুন্দর ধরণীর।
হেজাজের দুখে খেলাফৎ-শোকে কেঁদেছিল তব মন,
কাফ্রির দেশ আফ্রিকা-ভূমে তুমি করেছিলে রণ।

তারুণ্য তব হিয়াটি ঘেরিয়া বিরাজিত নিশি-দিন,
তরুণের হাতে তাই দিয়ে গেছ তোমার হাতের বীণ।
বীণা হাতে আজ কাঁদিছে তাহারা বুনিছে স্বপন-জাল,
কে জানে অমনি কাঁদিবে সে আর কত কাল—কত কাল!
আঁধারের দেশে এসেছিলে তুমি হস্তে আলোক নিয়া
আলো রেখে আজ কোথায় চলিছ আঁধারের পথ দিয়া?
জীবনে কারেও করনি'ক ভয় বাঁধেনি তোমায় মোহ,
তুমি দুর্গম পথে চির-জয়ী চলিয়াছ অহরহ।
তোমার ললাটে ত্যাগের তিলক দেখেও দেখেনি যারা
শত্রু যাহারা তারাও আজিকে কাঁদিছে পাগল-পারা।
বুঝিয়াছে তারা দেবতার সাথে কি সে করিয়াছে ভুল,
না জানি কাহারে করিয়াছে হেলা দিছে কণ্টক-হুল।
হৃদি-যমুনায় তাই তাহাদের উঠিয়াছে আজ বান,
শ্যাম নাই কূলে বাঁশী পড়ে আছে কে আর গাহিবে গান!

ওগো বীর মুস্‌লিম,
যুগের শ্রেষ্ঠ মানুষ জানিয়া করি তোমা তস্‌লিম।
তোমার চরণে আসিলে সকল গর্ব্ব পাইত লয়,
বীর বলে তোমা করিয়াছি নিতি কতই না মোরা ভয়।
ভয়ের ভিতরে ছিল ভালবাসা জানিতে কি গুণধর?
জান কি জান না বুঝিতে পারি না তাই কাঁদে অন্তর।
কোথা আছ তুমি বলিতে পারি না কোন্ সে সুদূর পার
মানববন্ধু, লহ লহ আজি অযুত নমস্কার।
হাসি দিয়ে তুমি লুকায়ে রাখিলে সারা জীবনের ব্যথা,
বুঝিতে পারিনি অবোধ আমরা এত দিন সেই কথা।

অকালে যদিবা বুঝিতে পেরেছি, তুমি নাই—তুমি নাই—
তোমারে স্মরিয়া তাই আজ শুধু বেদনার গান গাই।
নিমেষের তরে সশরীরে তোমা হেরিবারে মোরা চাহি'
এস এস তুমি আরবার হেথা দূর তারা-লোক বাহি'।
কেঁদে নেব হায় জনমের মত তোমার সমুখে লুটি',

অশ্রু-সলিলে ভিজা'ব তোমার চরণ-কমল দু'টি।
এত ভাল যদি বাসিতে মোদেরে তবে কেন প্রিয়বর—
মোদের কাঁদনে দাও নাক সাড়া, কাঁদে না কি অন্তর!
তোমার অভাবে ভারত-তরণী আজি যে ডুবিয়া যায়,
হায় এ অকূলে কি করিব মোরা উঠিব কাহার নায়!
কোন আশা নাহি আর
চারিদিক হ'তে ঘনা'য়ে আসিছে মরণ-অন্ধকার।